ঝিনাইদহে তৈরি হচ্ছে দেশের প্রথম ধাপের ‘স্পোর্টস ভিলেজ’

তৃণমূল থেকে নতুন খেলোয়াড় তৈরি ও মাদকমুক্ত সুস্থ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে ঝিনাইদহে দেশের প্রথম ধাপের ১০টি ‘স্পোর্টস ভিলেজ’ এর একটি নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. আমিনুল হক।

গতকাল শনিবার জেলা শহরের বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে ‘জেলা পরিষদ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট’-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইনবিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান আসাদ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এ তথ্য জানান যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. আমিনুল হক।

প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক জানান, বর্তমান ঝিনাইদহ স্টেডিয়ামকে আধুনিক রূপ দিতে গ্যালারিসহ পূর্ণাঙ্গ সুযোগ-সুবিধাসংবলিত স্টেডিয়াম তৈরি করা হবে। এর পাশাপাশি জেলাজুড়ে সাঁতার শেখা ও নিয়মিত অনুশীলনের সুযোগ তৈরিতে একটি মানসম্মত সুইমিংপুল নির্মাণেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

তিনি আরও বলেন, সরকারের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হলো পর্যায়ক্রমে দেশের ৬৪টি জেলাতেই স্পোর্টস ভিলেজ ও সুইমিংপুল নির্মাণ করা। এর উদ্দেশ্য কেবল পেশাদার খেলোয়াড় তৈরি করা নয়, বরং ক্রীড়াচর্চার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে মাদকমুক্ত রাখা এবং একটি স্বাস্থ্যবান সমাজ গঠন করা।

‘জেলা পরিষদ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট’-এর আয়োজক ঝিনাইদহ জেলা পরিষদ। জেলা পরিষদের প্রশাসক ও ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এম এ মজিদ এ আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

দুই মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী সচিব রাশেদ খান জেলা পরিষদের প্রশাসক এম এ মজিদকে সুন্দর আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান। একই সঙ্গে তাঁরা দর্শকদের অভিনন্দন জানান।

জেলা পরিষদের প্রশাসক এম এ মজিদ বলেন, ‘এমন খেলা ঝিনাইদহে হতেই

থাকবে।’

অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ক্রীড়া সংগঠক ও বিপুলসংখ্যক ফুটবলপ্রেমী দর্শক উপস্থিত ছিলেন। আইনবিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান আসাদ, ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক এবং রাশেদ খান বিজয়ী ও বিজিত দলের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়ার মাধ্যমে জাঁকজমকপূর্ণ এই টুর্নামেন্টের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

দেশের প্রত্যেকটি জেলায় স্পোর্টস ভিলেজ গড়ে তোলা হবে

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক বলেছেন, পর্যায়ক্রমে দেশের প্রত্যেকটি জেলায় স্পোর্টস ভিলেজ গড়ে তোলা হবে। এরই মধ্যে মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে খেলার মাঠ গড়ে তোলার জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই-বাছাইয়ের কাজ শুরুর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, নতুন কুঁড়ি স্পোর্টসে অংশগ্রহণকারী ক্ষুদে ক্রীড়াবিদরা আগামীতে বিকেএসপিতে অন্তর্ভুক্ত হবে। সারাদেশের সবগুলো জেলায় একযোগে ৮টি ইভেন্টে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস চলছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই এই প্রতিযোগিতার সার্বিক খবর রাখছেন।

সোমবার সন্ধ্যায় ঝিনাইদহের শৈলকূপায় বিকেএসপির সম্ভাব্য আঞ্চলিক ক্যাম্পাসের স্থান পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন তিনি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ নতুন অধ্যায়ের পথে হেঁটে চলেছে। তরুণ প্রজন্মের মাঝে ক্রীড়া ইভেন্টগুলো পৌঁছে দিতে সরকার নানা ভাবে

কাজ শুরু করেছে। বিগত দিনের ইতিহাস আমাদের ভুলে যেতে হবে। আগামীর বাংলাদেশ হবে স্পোর্টসের বাংলাদেশ।

পরিদর্শনস্থলে পৌঁছালে স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা প্রতিমন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এ সময় উপস্থিত

ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এমএ মজিদ, শৈলকূপা উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন বাবর ফিরোজ প্রমুখ।

এছাড়া রাত ৮টায় জেলা শহরের একটি রিসোর্টে সোনালী অতীত ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত জেলার বর্তমান ও সাবেক খেলোয়াড়দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন প্রতিমন্ত্রী। এ সময় জেলার খেলাধুলার সার্বিক অবকাঠামো নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক জেলায় একটি জিমনেসিয়ামসহ সার্বিক অবকাঠামো উন্নয়নের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।